পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ক্রমেই চরম বিকাশ ঘটছে। একই সঙ্গে বিজ্ঞান সমান লয়ে এগিয়ে চলছে। পুঁজিবাদ বিকাশমান বিজ্ঞানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমস্ত কিছুকে পণ্যে পরিণত করেছে। আজ মানুষের একান্ত যৌনাচারও পুঁজিবাদের পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। কম্পিউটারের সহজলভ্যতার কারণে পর্নোগ্রাফি সিডি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষের বাড়িতে সহজে পৌঁছে যাচ্ছে।

বাঙালির রক্ষণশীল সমাজে যৌনাচার সবসময় রয়েছে গোপনীয়। গোপনীয়তার প্রতি সুপ্ত আকর্ষণের কারণে এখানে পর্নোগ্রাফির চলছে রমরমা ব্যবসা। পর্নোগ্রাফি সমাজে প্রবেশ করলেও, থেকে যাচ্ছে গোপনীয়। কখনোবা অজানা প্রতারণার ফাঁদে পড়ে ব্যবসার শিকার হচ্ছে এদেশের মেয়েরা। এমন তথ্য হতচকিত করছে সচেতন বিবেককে।

আমরা পর্নোগ্রাফি দেখছি, তবে মান্ধাতার আমলের প্রচলিত ধ্যান ধারণার পরিবর্তন করতে পারছি না। ফলে পর্নোগ্রাফির শিকার মেয়েটির পড়তে হচ্ছে অসহ্য যন্ত্রণায়। প্রতিনিয়ত সে সামাজিকভাবে নিগৃহীত হচ্ছে। সমাজের লোকেরা প্রতারক ব্যবসায়ী পুরুষকে নয়, দোষারোপ করছে মেয়েটিকে। অথচ মেয়েটির নয়, যে পুরুষ মেয়েটিকে পর্নোগ্রাফিতে রূপান্তরিত করলো সেই দোষী। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইনে তার বিচার হওয়া উচিত। সমাজের সামনে তার স্বরূপ উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন।

দেশের উত্তপ্ত রাজনীতি গ্যাস রপ্তানির ইস্যু আরো চাঙ্গা করে তুলছে। গ্যাস রপ্তানির বিরোধিতা করছে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো। অনেক অর্থনীতিবিদের যুক্তি দেশেই হতে পারে গ্যাসের সর্বোচ্চ ব্যবহার। দেশের পেট্রোলচালিত গাড়িগুলোকে সিএনজিতে রূপান্তরিত করলে সহজে বেঁচে যাবে কয়েক হাজার কোটি টাকা। বাঁচানো যাবে বিপন্ন পরিবেশ। সরকারের সম্প্রতি সিএনজি প্রকল্পটি সত্যিই প্রশংসিত। এখন প্রয়োজন বাস্তবায়নে সদিচ্ছা।